



আমার স্তন নিয়ে..., জাহুবীর পর
বিশ্বোদক অভিযোগ শ্রীয়া সরণের!

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২৫ আশ্বিন ১৪৩৩। মঙ্গলবার ১৩ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৬০৯ সংখ্যা ৮ পাতা

জিনপিংকে 'জুজু'
দেখিয়ে লাদাখে
বিরাট পদক্ষেপ
ভারতের



ইন্ডি জোটের
রণকৌশল কী? স্থির
হয়ে গেল রাহুলের
বাড়ির চা চক্রে



সাইফনিং' পদ্ধতিতে হিমবাহ
হ্রদের জলস্তর কমাল ভুটান,
'যুগান্তকারী পদক্ষেপ',
বলছেন বিশেষজ্ঞরা



রাহুলের জন্যই বিপর্যয়

২৯ এ ফের হারের জন্য প্রস্তুত হোন

এসআইআর বিতর্কে তোপ শাহের

নয়া জামানা : ভোটের তালিকার নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) বিতর্ক এবং 'ভোটচুরি' ইস্যুতে সরগরম দিল্লি। প্রতিবাদে পথে নেমেছে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে তোপ দাগলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বললেন, ভ্রাতা রাহুলের জন্যই কংগ্রেসের বিপর্যয়। ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ফের হারের জন্য প্রস্তুত হোন মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কোনও রাষ্ট্রটক না রেখেই শাহ দাবি করেন, এসআইআর প্রক্রিয়াটি ২০২৪ সালের পর শুরু হয়েছে। কিন্তু রাহুল রাজনীতিতে আসার পর থেকেই কংগ্রেস একের পর এক নির্বাচনে হেরে আসছে। তাঁর বক্তব্য, যাঁরা এসআইআরের বিরোধিতা করছেন, তাঁরা আসলে অনুপ্রবেশকারীদের আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। শাহ বলেন, তামামি রাহুলকে বলতে চাই, এসআইআরের বিরোধিতায় অনুপ্রবেশকারীদের আড়ালের যে কৌশল

তিনি নিয়েছেন, তা দেশের মানুষ বুঝে গিয়েছে। তাঁরা কোনও ফাঁদে পা দেবে না। ২০২৯ সালের নির্বাচনেও শোচনীয় পরাজয়ের আপনারা প্রস্তুত হোন। এদিকে দিন দুই আগে গুজরাটের রাজধানী গান্ধীনগর-সহ ৩ পুরসভার নির্বাচন হয়েছে। ৩ পুরসভাই প্রত্যাশিতভাবে বিজেপির দখলে গিয়েছে। গান্ধীনগর পুরসভার ৪৪ আসনের মধ্যে ৩৮ আসনই গিয়েছে গেরুয়া শিবিরের দখলে। কংগ্রেস জিতেছে মাত্র ৫ আসনে। খুলতে পারেনি আম আদমি পার্টি ৯ (আপ)। সেই প্রসঙ্গ টেনেও রাহুলকে আক্রমণ শানান শাহ। বলেন, গুজরাটের এই বড় জয় ভোটদানের মনোভাবেরই প্রতিফলন। এটি প্রমাণ করে যে গুজরাট এবং সমগ্র ভারতের ভোটদাররা নরেন্দ্র মোদীর পাশে আছে। গত নির্বাচনের থেকে এবার গান্ধীনগর পুরসভায় বিজেপির ভোটের হার ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ৪১ বছরে কংগ্রেস এখানে একটি নির্বাচনেও জয়লাভ করতে পারেনি।

ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ লাদাখ

মানচিত্র নিয়ে আপত্তি উড়িয়ে চিনের মুখের উপর জবাব দিল্লির

নয়া জামানা : ভারত একতরফা ও অবৈধভাবে তথাকথিত লাদাখের মানচিত্র তৈরি করেছে, বেজিং এর স্বীকৃতি দেয়নি, মন্তব্য করেছিল চীন। লাদাখের ২৮টি কৌশলগত স্থানের মানচিত্রে তৈরি করেছে ভারত। সম্প্রতি লাদাখের ২৮টি কৌশলগত অঞ্চলের শনাক্তকরণ তথ্য নামকরণ করেছে দিল্লি! বলা বাহুল্য, বিষয়টি পছন্দ হয়নি বেজিংয়ের। বিরোধিতায় সরব হয়েছে তারা। সে দেশের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মন্তব্য করেন, 'চীন-ভারত সীমান্তের পশ্চিমাঞ্চলের সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলো চিনেরই অন্তর্ভুক্ত।' পালটা তোপ দাগল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। মঙ্গলবার সাফ জানানো হল, লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই যুক্তিতে নিজেদের ভূখণ্ডের মানচিত্র তৈরিতে কারও আপত্তি ধোঁপে টেকে না। ২ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে লাদাখের ২৮টি কৌশলগত স্থান ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য নিজেদের মানচিত্রে চিহ্নিত করেছে ভারত। এর মধ্যে রয়েছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত গোগরা ও হট স্প্রিং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ

সীমান্ত এলাকাও। এছাড়াও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পর্বতশৃঙ্গ, গিরিপথ, স্থলভাগ ও জলাশয়গুলিকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে চিনের আপত্তি প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রকের মন্তব্য, তদাৰ্ভে অফ ইন্ডিয়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের মানচিত্র তৈরি করেছে। এই স্থানগুলিকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য হল এদের স্বীকৃতি সহজতর করা এবং বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে উন্নততর সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এইসঙ্গে জোর দিয়ে বলা হয়, লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিনের কোনও স্বীকৃতিই এই প্রতিষ্ঠিত সত্যকে পরিবর্তন করতে পারবে না। সম্প্রতি বেজিংয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, ভারত একতরফা ও অবৈধভাবে তথাকথিত 'লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল' তৈরি করেছে। চীন কখনওই এর স্বীকৃতি দেয়নি। ভারতের তথাকথিত নামকরণের দৃঢ় বিরোধিতা মাও আরও বলেন, (ভারতের) এই পদক্ষেপ অবৈধ ও অকার্যকর।

ভারত গণতন্ত্রের জননী

দেশে বিতর্কের পরিবেশ রয়েছে', দিল্লিতে দাঁড়িয়ে বার্তা মোদীর

এদিন রাজধানীতে বুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদি বলেন, ভারত গণতন্ত্রের জননী। দেশে ১০০টিরও বেশি ভাষা, প্রায় ৮০ হাজার নিবন্ধিত সংবাদপত্র ও প্রকাশনা রয়েছে। পাশাপাশি, রয়েছে ১ হাজারটিরও বেশি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল। ভারত গণতন্ত্রের জননী। দেশে বিতর্কের পরিবেশ রয়েছে। সোমবার দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন রাজধানীতে বুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদি বলেন, ভারত গণতন্ত্রের জননী। দেশে ১০০টিরও বেশি ভাষা, প্রায় ৮০ হাজার নিবন্ধিত সংবাদপত্র ও



প্রকাশনা রয়েছে। পাশাপাশি, রয়েছে ১ হাজারটিরও বেশি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল। এছাড়া সমাজমাধ্যমের যুগে ভারতে ৫০ কোটিরও বেশি

ইউটিউব ব্যবহারকারী এবং ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী রয়েছেন। দ তিনি আরও বলেন, তামাদের দেশে জনগণ বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা বিতর্ক ও নানা

দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে। বর্তমান আমাদের সমাজে যে শক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তা হল ডিজিটাল শক্তি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকে ঠিকই, কিন্তু তার উদ্দেশ্য নাগরিকদের ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল করে তোলা নয়। বরং নাগরিকদের শক্তিশালী করাই সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারত সেই পথেই এগিয়ে চলেছে। মোদি বলেন, আমাদের কাছে জ্ঞান, সম্পদ ও ক্ষমতা রয়েছে, তাঁরা কীভাবে সেগুলির ব্যবহার করেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতার প্রকৃত মূল্য নিহিত থাকে তার উদ্দেশ্যের মধ্যে। বর্তমান সময়ে এই দর্শনটি বোঝা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। দেশে আমরা তার প্রয়োগও দেখেছি।

উৎসবে ফিরলেন মমতা

আন্দোলন সেরে কলকাতা ফিরেই পুজো উদ্বোধনে তৃণমূল নেত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন : গত ১৫ বছরে দুর্গাপুজোয় চরম ব্যস্ততায় কাটাতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার প্রায় সব বড় পুজোর উদ্বোধন করতেন তিনিই। কিন্তু এবারের পুজো একেবারে আলাদা। পদ নেই, ফলে দায়িত্বও নেই। এবার মহালায়ায় শহরেও ছিলেন না তিনি। দিল্লির আন্দোলনে शामिल হয়েছিলেন। অবশেষে তৃতীয়ার সন্ধ্যায় উৎসবে ফিরলেন মমতা। মঙ্গলবার কালীঘাট মিলন সংঘের পুজো উদ্বোধন করলেন কালীঘাট তৃণমূল নেত্রী। ১৫ বছর আগে পর্যন্ত পুজো উদ্বোধনের বিষয়টা পরিচিত ছিল না। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে কোনওদিন পুজো উদ্বোধন করতে দেখা যায়নি। তবে তৃণমূল জমানায় পুজোয় আমূল বদল এনেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমদিকে মহালায়ার পর থেকে কলকাতার প্রায় প্রতিটি বড় মণ্ডপের উদ্বোধন হত তাঁর হাতে। পরবর্তীকালে সময়ের অভাবে মহালায়ার আগেও উদ্বোধন শুরু করেছিলেন। ২০২৪ সালে অভয়া কাণ্ডে



যখন উত্তাল বাংলা, তখন আমজনতাকে উৎসবে ফিরতে বলে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন মমতা। কিন্তু চলতি বছরে তৃতীয়ার দুপুর পর্যন্ত সেই মমতাকেই দেখা যায়নি উৎসবে। যদিও এবারও একাধিক পুজোর উদ্বোধন

হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। তবে এই মুহূর্তে কুর্সিতে শুভেন্দু অধিকারী। ফলে উদ্বোধন করেছেন তিনি। মমতা যেন আঁধারেই ছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার অর্থাৎ তৃতীয়ার সন্ধ্যায় উৎসবে ফিরলেন তৃণমূল নেত্রী। গত শুক্রবার রাতে একাধিক কর্মসূচির জন্য দিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন মমতা। মহালায়া কেটেছিল রাজধানীতেই। সেখানে আটকও হয়েছিলেন তিনি। অবশেষে কলকাতা ফিরেই পুজো উদ্বোধনে দেখা গেল তাঁকে। এদিন সন্ধ্যায় নিজের এলাকার ক্লাব অর্থাৎ কালীঘাট মিলন সংঘের মণ্ডপ উদ্বোধন করলেন তিনি। একেবারে ঘরের মেয়ের মতো আটপোড়ে শাড়ি পরে ফিতে কাটতে দেখা গেল তাঁকে। উল্লেখ্য, মহালায়ার আগে অর্থাৎ পিতৃপক্ষে বেজায় আপত্তি ছিল বিজেপির। একাধিকবার সরাসরি তা নিয়ে মমতাকে আক্রমণ করেছিলেন শুভেন্দু। তিনি নিজেও মহালায়ার আগে কোনও মণ্ডপের উদ্বোধন করেননি। তবে রবিবারের পর থেকে কলকাতার একাধিক পুজো উদ্বোধন হয়েছে তাঁর হাতেই।



১৩ অক্টোবর ১১ ২০২৬

স্বাস্থ্য

নয়া জামানা

হৃদরোগের ৫ নীরব সংকেত শরীরে দেখা দিলে হোন সতর্ক

হৃদরোগ সবসময় স্পষ্ট সতর্কবার্তা দিয়ে আসে না। অনেক সময় এর লক্ষণ মৃদু, অস্পষ্ট কিংবা অন্য কোনো সাধারণ সমস্যার মতো মনে হতে পারে। কেউ হয়তো ক্লান্তি বা মানসিক চাপকে কারণ মনে করেন, আবার বুকের অস্বস্তিকে গ্যাস বা অ্যাসিডিটির সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যান। এতে চিকিৎসা নিতে দেরি হতে পারে, যা হৃদরোগের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। চিকিৎসকরা বলছেন, শরীরে কিছু পরিবর্তন দেখা দিলে তা গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন। হৃদরোগের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কসংকেত তুলে ধরেছেন বেঙ্গালুরুর অ্যাপোলো হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ও ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডা. লক্ষ্মী কান্ত পি।

বুকে অস্বস্তি বা চাপ
হৃদরোগের অন্যতম পরিচিত লক্ষণ হলো বুকে অস্বস্তি বা চাপ অনুভূত হওয়া। বুকের মাঝখান বা বাঁ পাশে চাপ, টান, চেপে ধরা, ভারী লাগা কিংবা জ্বালাপোড়ার মতো অনুভূতি হতে পারে। কারও মনে হতে পারে বুকের ওপর ভারী কিছু চাপ দিয়ে রাখা হয়েছে। শারীরিক পরিশ্রম বা মানসিক চাপের সময় এ অস্বস্তি দেখা দিয়ে বিশ্রামে কমতে পারে। আবার বিশ্রামের সময়ও এটি হতে পারে। সব ধরনের বুকব্যথা হৃদরোগের কারণে হয় না। তবে অকারণে বা দীর্ঘ সময় ধরে বুকে অস্বস্তি থাকলে তা অবহেলা করা উচিত নয়।

শ্বাসকষ্ট
হৃদযন্ত্র পর্যাণ্ড রক্ত পাম্প করতে না পারলে শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। প্রথম দিকে হাঁটা, সিঁড়ি ভাঙা বা হালকা ব্যায়ামের মতো স্বাভাবিক কাজেও শ্বাস নিতে কষ্ট হতে পারে। কারও বসে বা শুয়ে থাকলেও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। রাতে ঘুম ভেঙে হাঁপাতে থাকা বা পর্যাণ্ড বাতাস পাচ্ছেন না বলে মনে হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। ফুসফুসের সমস্যা, রক্তস্রাবতা, উদ্বগে বা সংক্রমণেও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তবে কারণ না জানা থাকলে বা সমস্যা বাড়তে থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

অস্বাভাবিক ক্লান্তি বা কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া
সারাদিন কাজের পর ক্লান্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পর্যাণ্ড বিশ্রামের পরও যদি অস্বাভাবিক ক্লান্তি থেকে যায়, তা হৃদযন্ত্রের সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে। আগে সহজে করা কাজ এখন সামান্যতেই কঠিন মনে হওয়া, অল্প হাঁটলেই দুর্বল হয়ে পড়া কিংবা বারবার বিশ্রামের প্রয়োজন হওয়াও সতর্কসংকেত বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে বুকব্যথার বদলে ক্লান্তি, বমিভাব, মাথা ঘোরা বা শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।

ব্যথা অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়া
হৃদযন্ত্রের সমস্যা জনিত ব্যথা শুধু বুকেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি এক বা দুই হাত, কাঁধ, ঘাড়, চোয়াল কিংবা পেটের ওপরের অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কখনো ব্যথাটি পেশিতে টান বা পেটের সমস্যার মতো মনে হতে পারে। বুকে অস্বস্তির সঙ্গে শরীরের ওপরের অংশে ব্যথা ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বয়স্ক ব্যক্তি ও ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে



প্রচলিত লক্ষণ ছাড়াও হৃদরোগ দেখা দিতে পারে।

মাথা ঘোরা, ঘাম, বমিভাব বা দ্রুত হৃদস্পন্দন
হঠাৎ মাথা ঘোরা, অতিরিক্ত ঘাম, বমিভাব, হৃদস্পন্দন দ্রুত বা অনিয়মিত হয়ে যাওয়া হৃদযন্ত্রের সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। এসব উপসর্গের অন্য কারণও থাকতে পারে। তবে বুকের অস্বস্তি, শ্বাসকষ্ট, দুর্বলতা বা অজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে এগুলো দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া প্রয়োজন। হৃদস্পন্দন দ্রুত হওয়া, কাঁপা বা মাঝে মাঝে স্পন্দন বাদ পড়ার অনুভূতি অ্যারিথমিয়ার লক্ষণ হতে পারে। কিছু অ্যারিথমিয়া ক্ষতিকর নয়, আবার কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা জরুরি হতে পারে।

কখন জরুরি চিকিৎসা নেবেন?
বুকে তীব্র চাপ বা অস্বস্তি কয়েক মিনিটের বেশি স্থায়ী হলে কিংবা এর সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, ঠান্ডা ঘাম, বমিভাব, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অথবা হাত, পিঠ, ঘাড় ও চোয়ালে ছড়িয়ে পড়া ব্যথা থাকলে দ্রুত জরুরি চিকিৎসা নিতে হবে। কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করে অপেক্ষা করা উচিত নয়। সন্তান নিতে চিকিৎসা, ঝুঁকি আছে কি- সতর্ক থাকবেন যারা

সন্তান নিতে চিকিৎসা, ঝুঁকি আছে কি- সতর্ক থাকবেন যারা
তবে এসব লক্ষণ দেখা দিলেই যে হৃদরোগ হয়েছে, এমন নয়। অন্যান্য সমস্যাতেও একই ধরনের উপসর্গ হতে পারে। চিকিৎসক প্রয়োজন অনুযায়ী ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম, রক্ত পরীক্ষা, ইকোকার্ডিওগ্রামসহ বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে কারণ নির্ণয় করতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, হৃদরোগের সতর্কসংকেত সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং শরীরে দীর্ঘস্থায়ী কোনো পরিবর্তন দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

হৃদরোগ সবসময় স্পষ্ট সতর্কবার্তা দিয়ে আসে না। অনেক সময় এর লক্ষণ মৃদু, অস্পষ্ট কিংবা অন্য কোনো সাধারণ সমস্যার মতো মনে হতে পারে। কেউ হয়তো ক্লান্তি বা মানসিক চাপকে কারণ মনে করেন, আবার বুকের অস্বস্তিকে গ্যাস বা অ্যাসিডিটির সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যান। এতে চিকিৎসা নিতে দেরি হতে পারে, যা হৃদরোগের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। চিকিৎসকরা বলছেন, শরীরে কিছু পরিবর্তন দেখা দিলে তা গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন। হৃদরোগের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কসংকেত তুলে ধরেছেন বেঙ্গালুরুর অ্যাপোলো হাসপাতালের কনসালট্যান্ট ও ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডা. লক্ষ্মী কান্ত পি।

সময়মতো রোগ শনাক্তকরণ, যথাযথ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করতে পারে।





১৩ অক্টোবর ১১ ২০২৬

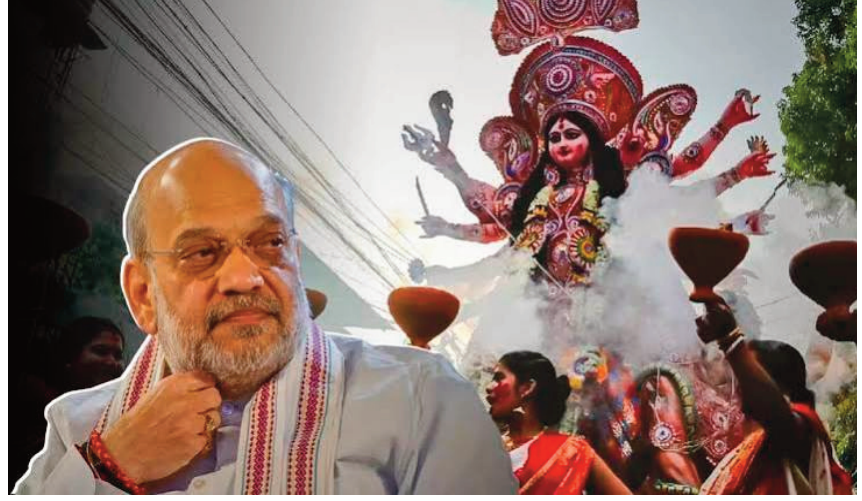
গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

মহাসপ্তমীতে বাংলায় শাহ!

পালাবদলের পর এবার বাংলার প্রথম দুর্গাপূজো। সূত্রের খবর, মহাসপ্তমীতে বাংলায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সকালে বেলেড় মঠ পরিদর্শনের পর দিনভর একাধিক মণ্ডপে যাবেন তিনি। চুটিয়ে উপভোগ করবেন বাংলার দুর্গাপূজোর আমেজ। দুর্গাপূজো মানেই বাংলার মানুষের কাছে আবেগ। সকলে বছরভর অপেক্ষা করেন শেষ এই সময়টার জন্যই। আর এবারে দুর্গাপূজো যে অন্যবারের তুলনায় একেবারে আলাদা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এটাই প্রথম দুর্গাপূজো। আর সরকার যে বাঙালিকে এই সময়টায় উপহারে ভরিয়ে দিতে চায় তার প্রমাণ মিলেছে মহালয়ার সন্ধ্যায়। ইডেনের মেগা ইভেন্টের প্রশংসা শোনা গিয়েছে সকলের মুখে। আগে জানা গিয়েছিল, মহালয়ার সন্ধ্যায় ইডেনে

উপস্থিত থাকবেন অমিত শাহ। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর সফর বাতিল হয়ে যায়। সূত্রের খবর, মহালয়ায় আসতে পারেননি তিনি ঠিকই, তবে প্রথম মহাসপ্তমীতে বাংলায় থাকবেন শাহ। ওই দিন এয়ারপোর্ট থেকে সোজা সৌজন্য যাবেন তিনি। দ্বিতীয় সপ্তমী অর্থাৎ রবিবার সকালে বাংলায় ঘুরবেন তিনি। সকালে বেলেড় মঠে যাবেন শাহ। সেখান থেকে বালির দেশবন্ধু ক্রাভের পূজো পরিদর্শনে যাবেন শাহ। ফিরে সৌজন্যে যাবেন তিনি। এরপর দেড়টা নাগাদ চতলা ২৪ পল্লি দুর্গাপূজো পরিদর্শনে যাওয়ার কথা শাহের। ২ টোয় চতলা থেকে শোভাবাজার রাজবাড়ি যাবেন তিনি। এরপর যাবেন শ্রীভূমি। সেখান থেকে বেরিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন শাহ।



পূজোর ছুটিতেও জরুরি মামলার শুনানি

দুর্গাপূজো থেকে কালীপূজো, দেওয়ালি:টানা উৎসবের মরসুমে জরুরি আইনি পরিষেবা চালু রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা করল কলকাতা হাইকোর্ট। ১৬ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত আদালতের অবকাশকালীন শুনানির জন্য একাধিক ডিভিশন বেঞ্চ ও সিঙ্গল বেঞ্চের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে নিয়মিত আদালতের কাজ বন্ধ থাকলেও জরুরি মামলার বিচার পাওয়ার পথ পুরোপুরি বন্ধ হবে না। হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য, দীর্ঘ ছুটির কারণে কোনও বিচারপ্রার্থীকে জরুরি আইনি প্রতিকারের জন্য অপেক্ষা করতে না হয়। বিশেষ করে এমন মামলা, যেখানে দ্রুত আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, সেগুলির শুনানির সুযোগ থাকবে অবকাশকালীন বেঞ্চে। তবে ছুটির সময়ে সব ধরনের মামলা গ্রহণ করা হবে না। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অত্যন্ত জরুরি বিষয় এবং নিয়মিত আদালতের অনুমতি পাওয়া মামলাই সেখানে তোলা যাবে। প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, গোটা সময়টিকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করে বিচারপতিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে,



১৬ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ডিভিশন ও সিঙ্গল বেঞ্চ কাজ করবে। ১৬ থেকে ২০ অক্টোবরের মধ্যে ডিভিশন বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি-সহ বিচারপতি রবীন্দ্র ভিটলাও ঘুগে, মহম্মদ শব্বের রশিদী এবং প্রসেনজিৎ বিশ্বাস দায়িত্ব সামলাবেন। সিঙ্গল বেঞ্চে থাকবেন বিচারপতি পার্থ প্রতীম রায় এবং পরবর্তী সময়ে বিচারপতি পার্থসারথী সেন। ২৫ থেকে ৩১ অক্টোবর দ্বিতীয় পর্যায়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ, রবি কিষণ

কাপুর, সন্দীপ কুমার দে, আর্যক দত্ত ও হিরণ্ময় ভট্টাচার্য-সহ অন্য বিচারপতিরা দায়িত্ব পালন করবেন। ১ থেকে ১১ নভেম্বর, অর্থাৎ কালীপূজো, দেওয়ালি ও ভাইফোটার ছুটির পর্বেও বিশেষ বেঞ্চ বসবে। সেই পর্যায়ে বিচারপতি কৌশিক চন্দ্র, অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, সৌগত ভট্টাচার্য এবং রাজা বসু চৌধুরী-সহ একাধিক বিচারপতিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পূজোর আগে যাত্রী ও আয়ে সর্বকালীন রেকর্ড কলকাতা মেট্রোর

কোনওদিন ১০ লক্ষ, কোনও দিন সাড়ে ১০। রোজদিনই যাত্রীসংখ্যার নিরিখে নতুন রেকর্ড গড়ছে কলকাতা মেট্রো। সোমবার যাত্রীসংখ্যা ও আয়:দুইক্ষেত্রেই নতুন রেকর্ড গড়ল কলকাতা মেট্রো। একদিনে মেট্রোয় যাতায়াত করলেন ১০ লক্ষ ৫০ হাজার যাত্রী। টিকিট বিক্রি থেকে আয় হয়েছে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। কলকাতা মেট্রোর ইতিহাসে একদিনে যাত্রীসংখ্যা ও আয়ের নিরিখে এটাই সর্বোচ্চ রেকর্ড। পূজো শুরুর আগেই গত সোমবার মেট্রোয় এই রেকর্ড যাত্রী হয়েছে। মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, পূজোর সময় প্রচুর মানুষ কেনাকাটা করতে বেরোচ্ছেন। ফলে ভিড়ও উপচে পড়েছে ট্রেনে। তবে এই যাত্রীসংখ্যা গার রেকর্ড বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে গ্রিন লাইন। এই লাইনে একদিনে যাত্রীসংখ্যা পৌঁছেছে ৩ লক্ষ ১৩ হাজার, যা সর্বকালীন রেকর্ড। অতীতে এই বিপুল যাত্রী কখনও হয়নি মেট্রোয়। পাশাপাশি, পার্পল লাইনে যাত্রীসংখ্যা ১৩ হাজার এবং ইয়েলো লাইনে ১০ হাজারের গণ্ডি পেরিয়েছে। একই দিনে মেট্রোর বিভিন্ন লাইনে যাত্রীসংখ্যা গার এই বৃদ্ধি কলকাতার গণপরিবহণ ব্যবস্থায় মেট্রোর গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিল। পূজোর দিনগুলোতে

এই যাত্রী সংখ্যা ও আয় দুই বাড়তে পারে বলে অনুমান। কারণ, মেট্রো কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুবিধার্থে সারা রাত মেট্রো পরিষেবা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। রু ও গ্রিন লাইনে সপ্তমীর দুই দিন, অষ্টমী ও নবমীতে

সময়ে ৬ মিনিট অন্তর চলবে ট্রেন। গ্রিন লাইনে পঞ্চমী ও ষষ্ঠীতে মোট ২৪০টি ট্রেন চলবে। এবার দু'দিন সপ্তমী পড়েছে। তাই পূজোয় চাহিদার কথা মাথায় রেখে দুই সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে রু ও গ্রিন লাইনে রাতভর



রাতভর মেট্রো পরিষেবা মিলবে। ব্যস্ত সময়ে রু লাইনে ৬ মিনিট অন্তর ও গ্রিন লাইনে ৮ মিনিট অন্তর ট্রেন পাওয়া যাবে। রু লাইনে পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর দিন মোট ২৮৪টি ট্রেন চলবে। পরিষেবা শুরু হবে সকাল ৬টা। শেষ ট্রেন মিলবে ১১টায়। ব্যস্ত

চলবে মেট্রো। ১৭ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত রু লাইনে দুপুর ১টা থেকে পরিষেবা শুরু হবে। চলবে পরের দিন ভোর ৪টে পর্যন্ত। অন্যদিকে গ্রিন লাইনে দুপুর দেড়টা থেকে পরেরদিন ভোর ৩টে ৫৯ পর্যন্ত চলে পরিষেবা।

সিপিএম সদর দপ্তরের সামনে চণ্ডীপাঠ সনাতনীদেব!

নাস্তিকতার দিন শেষ! ধর্মকে আফিমের সঙ্গে তুলনা করা সিপিএমকে সনাতনী সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করতে তৎপর আজকের রাষ্ট্রবাদী সরকার। পূজোর মরসুমে সেই লক্ষ্যে সিপিএম সদর দপ্তরের সামনে ধর্মীয় কর্মসূচিতে সনাতনপন্থীদের। মঙ্গলবার দুপুরে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে চণ্ডীপাঠের আসর বসল। বেশ কয়েকজন মহিলা সেখানে চণ্ডীপাঠ করেন। সেখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে ওঠে। যদিও এনিয় আলিমুদ্দিনের কর্তাদের

অবশ্য বিশেষ মাথাব্যথা নেই। সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক সূজন চক্রবর্তী কটাক্ষের সুরে জানান, “আমাদের অনেক কর্মী আছেন, যাঁরা ওঁদের সঠিকভাবে চণ্ডীপাঠ করাটা শিখিয়ে দিতে পারবেন। সত্যজিৎ দাস নামে জনৈক বিশারদকে অতিথি করে আজ, মঙ্গলবার আলিমুদ্দিনে চণ্ডীপাঠের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এর নেপথ্যে রিপাবলিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া। তবে সনাতনপন্থীরা এই আয়োজন করেছেন বলেই

ধারণা। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল থেকে চণ্ডীপাঠ শুরু হয়। বেশ কয়েকজন মহিলা উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করেন। মাইক্রোফোনের দৌলতে সেই শব্দ পৌঁছে যায় বহু দূর পর্যন্ত। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে মুজাফফর আহমেদ ভবন সিপিএমের সদর দপ্তর, অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিও অহরহ এখানে আসে দলীয় কাজের জন্য। সেই পার্টি অফিসের অদূরেই এই চণ্ডীপাঠের আয়োজন করা ‘নাস্তিক’ বামদের বিশেষ বার্তা দেওয়া

বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। এ প্রসঙ্গে চণ্ডীপাঠে অংশগ্রহণকারী এক ব্যক্তি বলেন, “এই বামপন্থীরা সবসময় সনাতন ধর্মকে অপমান করে এসেছে। আমরা তাই ওদের পার্টি অফিসের সামনেই আজ নিজেদের ধর্মপালন করলাম। এখন আর কেউ বাধা দিতে পারবে না। যদিও চণ্ডীপাঠ অর্থাৎ সনাতনী সংস্কৃতির এই চর্চা বামদের নীতি বিরোধী বলে মনে করছেন না কমরেডকুলের নেতারা। বরং বিষয়টিকে হালকাভাবেই গ্রহণ

করেছেন প্রবীণ সিপিএম নেতা সূজন চক্রবর্তী। তিনি সংবাদমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, “অসভ্যতা ও দুর্বলতার লক্ষণ। ওরা চণ্ডীপাঠ শোনার লোক পাচ্ছে না। তাই আমাদের কার্যালয়ের সামনে এসে অসভ্যতা করছে। আর চণ্ডীপাঠ কীভাবে করতে হয় তা আগে ভালো করে শিখে আসুন। নাহলে আমাদের কর্মীরাই শিখিয়ে দেবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে অসভ্যতা করবেন না।



সম্পাদকীয়

১৩ অক্টোবর ২০২৬ ৥ মঙ্গলবার

হরমুজ প্রণালিতে কেন জয় দাবি করছে ইরান

হরমুজ প্রণালির কাছে কয়েকটি জাহাজে সফলভাবে হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরান। হামলার শিকার হওয়া জাহাজগুলোর মধ্যে মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজও রয়েছে। তেহরানের ভাষ্য, এসব হামলার কারণে ওয়াশিংটন তাদের যুদ্ধজাহাজগুলো ইরানের উপকূল থেকে আরও দূরে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। রোববার মার্কিন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ১৪ সেপ্টেম্বর হরমুজ প্রণালিতে ইরানের একটি জাহাজবিশ্বংসী ক্রুজ ফ্রিগেটের হামলার পর আট মার্কিন মেরিন সদস্য ধোঁয়ায় শ্বাস নেওয়ার কারণে অসুস্থ হন। তাদের কয়েকজনের মস্তিষ্কে আঘাতের আশঙ্কাও রয়েছে যদিও পেট্রাগন এর আগে অনেকটা নীরবে যুদ্ধাহত মার্কিন সেনাসদস্যদের তালিকায় ২৯ জন নাবিক ও ৮ জন মেরিন কোর সদস্যের নাম যুক্ত করেছে। এর ফলে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরুর পর আহত মার্কিন সেনাসদস্যের মোট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৬১ জনে। এ পর্যন্ত অন্তত ১৯ জন নিহত হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে। আলজাজিরা এসব প্রতিবেদন নিয়ে মন্তব্য জানতে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু সেন্টকম কোনো জবাব দেয়নি। এর আগে সেন্টকম বলেছিল, চলতি মাসের শুরুর দিকে মার্কিন জাহাজগুলো ইরানের ব্যালিস্টিক ফ্রিগেটের হামলা সফলভাবে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। মার্কিন মেরিন সদস্যদের আহত হওয়ার বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন, হামলার সময় তাঁরা যে জাহাজে ছিলেন, সেটি মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ ছিল না যদিও পেট্রাগন এর আগে অনেকটা নীরবে যুদ্ধাহত মার্কিন সেনাসদস্যদের তালিকায় ২৯ জন নাবিক ও ৮ জন মেরিন সদস্যের নাম যুক্ত করেছে। এর ফলে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আহত মার্কিন সেনাসদস্যের মোট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৬১ জনে। এ পর্যন্ত অন্তত ১৯ জন নিহত হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে। যখনই তারা সেই ঝুঁকি নিয়েছে, তখনই নিজেদের জন্য ক্ষতি ডেকে এনেছে। আর শিগগিরই আরব সাগরও তাদের থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইরানের সরকারসংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলো দাবি করেছে, চলতি মাসের শুরুর দিকে মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলো তাদের আগের অবরোধ অবস্থান থেকে পিছিয়ে গেছে। এর আগে এসব জাহাজ ইরানের চাবাহার বন্দর ও ওমান উপসাগরের প্রবেশমুখের কাছাকাছি অবস্থান করছিল। ইরানি ফ্রিগেটস এড়াতে এখন সেগুলো আরব সাগরের মধ্যভাগের দিকে সমুদ্রের আরও গভীরে সরে গেছে। গতকাল সোমবার ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনির বার্তা প্রকাশ করা হয়। সেখানে তিনি মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজগুলোর গতিবিধির কথা উল্লেখ করেছেন ওই বাতায় মোজতবা খামেনি বলেন, ‘যখনই তারা সেই ঝুঁকি নিয়েছে, তখনই নিজেদের জন্য ক্ষতি ডেকে এনেছে। আর শিগগিরই আরব সাগরও তাদের থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।’ মার্কিন জালালানিস্ত্রী ক্রিস রাইট রোববার বলেছেন, এখন প্রতিদিন প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হচ্ছে। মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কাট বেস্টেট অবশ্য আরও বেশি; প্রতিদিন ১ কোটি ৫০ লাখ থেকে ২ কোটি ২০ লাখ ব্যারেল তেল চলাচল করছে বলে হিসাব দিয়েছেন। যুদ্ধের আগে প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি ব্যারেল তেল এই প্রণালি দিয়ে যেত।

এসআইআর বির্তক

যে খবর স্বাভাবিক হওয়ার কথা, সেটাই আজ বিস্ময়

সুমন সেনগুপ্ত

এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অন্দরে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কেন প্রক্রিয়া চালানো হল?

জ্ঞানেশ কুমার কীভাবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হলেন? ২০২৩ সালে আইন বদলে প্রধান

বিচারপতিকে নির্বাচন কমিশনার বাছাইয়ের কমিটি থেকে সরানো হল কেন?

এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অন্দরে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কেন প্রক্রিয়া চালানো হল? জ্ঞানেশ কুমার কীভাবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হলেন? ২০২৩ সালে আইন বদলে প্রধান বিচারপতিকে নির্বাচন কমিশনার বাছাইয়ের কমিটি থেকে সরানো হল কেন? এতদিন এই প্রশ্নগুলি গণমাধ্যম তুলল না কেন? ভারতের যে ক’টি মুদ্রিত ইংরেজি সংবাদপত্র আছে তার মধ্যে ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ এবং দক্ষিণ ভারত থেকে প্রকাশিত ‘দি হিন্দু’ অন্যতম। সেই ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার প্রথম পাতায় তাদের নিজস্ব সাংবাদিক ঋতিকা চোপড়া একটি তদন্তমূলক প্রতিবেদন বার করেছিলেন। সেই প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার এস এস সান্দ্বু এবং বিবেক যোশীর আপত্তি অগ্রাহ্য করে এই এসআইআর প্রক্রিয়া চালিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে দশ মাসে অন্তত ১৪ বার বিভিন্ন বিষয়ে সাধু এবং বিবেক যোশী প্রশ্ন করেছেন, কার নির্দেশে এই লজিক্যাল ডিস্ট্রিপেন্সি বিষয়টি আনা হলো কিংবা কার নির্দেশে এত মানুষের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং কী প্রক্রিয়ায় বাদ দেওয়া হচ্ছে? যে কাজটা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ঋতিকা চোপড়া করেছেন তার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়, ভারতীয় গণতন্ত্রের মুকুটে যে ক’টি প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে উজ্জ্বল ও আস্থার প্রতীক হিসেবে এতদিন বিবেচিত হতো তার মধ্যেই কোনো গণতন্ত্র নেই। যে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা নির্বাচন পরিচালনা করা সেই নির্বাচন কমিশনের মধ্যেই যদি গণতন্ত্র না থাকে তাহলে তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই নির্বাচন যে করছে সেটাই তো প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। এস আই আর প্রক্রিয়া চালানোর জন্য কে নির্দেশ দিয়েছিল, সেই প্রশ্ন উঠে আসছে। পরপর দু’দিন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস যে খবরগুলি প্রকাশ করেছে তার মধ্যে একটি ছিল দিল্লি সংক্রান্ত আরেকটি ছিল গোয়া সংক্রান্ত। যদিও বাংলা সংক্রান্ত কোনো খবর আসেনি কিন্তু বাংলা নিয়ে বহু ছোট ছোট সংস্থা খবর করেছিল। রিপোর্টার্স কালেকটিভ, কুইন্ট, স্ট্রেল, ওয়্যার এই ধরনের সংবাদ সংস্থা যারা সরকারের পয়সায় চলে না তারা কিন্তু বাংলা নিয়ে অনবরত খবর করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই লড়াই কীভাবে করা যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেননি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছিলেন, তিনি প্রশাসনে আছেন তিনি সবটা সামলে নেবেন। কোনো নাগরিক আন্দোলনও করতে দেওয়া হয়নি। এমনকি যখন ট্রাইব্যুনাল চলেছে, মানুষ উৎকণ্ঠিত, বিচার বিভাগীয় অফিসারদেরকে ঘেরাও করছেন, তখন সেখান থেকে একজন ইউটিউবার এবং একজন আইনজীবীকে দেখা যাচ্ছে আন্দোলনে বস্ত্রব্য রাখতে এবং ভিডিও করতে তাদেরকে থেফতার করে অবধি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন আমার পুলিশ থেফতার করল। অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও যে কিছু করেনি সেটা আজকের দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। কেউ বলেছিলেন কবরের মাটি দেখিয়ে দেব প্রমাণ চাইতে এলে। এসআইআর নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এসআইআরকে বন্ধ করা উচিত ছিল সেই আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গড়ে তোলার ডাক দেননি। এটা স্বীকার করতে হবে। স্বীকার করেই পরের লড়াইতে যেতে হবে। সেখান থেকেই শুরুটা করতে হবে আজকে ঋতিকা চোপড়ার খবর, তাকে নিয়ে হৈ হৈ করা সব দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ঋতিকা চোপড়া কি এমন কিছু করেছেন যেটা দেখে আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি? না, আসলে গত ১০ বছরে আমরা এই ধরনের খবর দেখতে পাইনি গত ১২ বছর ধরে সমস্ত গণমাধ্যম এক সুরে বলে গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন অনুযায়ী ভারত একদিন বিশ্বগুরু হবে। কোনো সমালোচনামূলক খবর প্রকাশিত হয়নি কোনো গণমাধ্যমে কিংবা কোনো মুদ্রিত সংবাদমাধ্যমে। ২০১৯ সালে অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক সব্যসাচী দত্ত, একটি গবেষণামূলক লেখা লিখে ছিলেন তাতে দেখিয়েছিলেন বিজেপি কীভাবে নির্বাচন জেতার জন্য কাজ করেছে। তার পরে সেই অধ্যাপককে সরে যেতে হয়। সেই খবরটি কি আমাদের পরিচিত গণমাধ্যম বহুলভাবে প্রকাশ করেছিল কিংবা প্রচার করেছিল? জরুরি অবস্থা সময়ে বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যম মাথা নত করে ফেলেছিল। আর আজকে প্রায় সমস্ত গণমাধ্যম মাথা নুইয়ে দিয়েছে। প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছে অথচ এটাই তো সংবাদ মাধ্যম কিংবা গণমাধ্যমের কাজ। ১৫৭ টি দেশের মধ্যে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে ভারতের স্থান ১৫২তম। এই সংখ্যা দিয়েই বোঝা যায় ভারতের গণতন্ত্র কতটা সুরক্ষিত। অথচ এই গণমাধ্যম ২০১৪ সালের আগে বোফোর্স

কেলেঙ্কারি, টু জি স্ক্যাম, কোলগেট কেলেঙ্কারি, কমনওয়েলথ গেমসের কেলেঙ্কারি ইত্যাদি নিয়ে খবর করেছিল। শুধু খবর করেনি সেই খবরগুলিকে ফলাআপ করেছিল। ২০১৪ সালের ঘটনা ঘটেছিল তখন বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম অনবরত সেই খবর দেখিয়ে গিয়েছে। সেটাই তো হওয়ার কথা। সংবাদ মাধ্যমের কাছে তো এটাই আশা করা উচিত। অথচ সেই একই ধরনের ঘটনা, আজকে যখন বিহারে কিংবা বাংলায় ঘটছে ডবল ইঞ্জিন সরকার থাকা সত্ত্বেও হচ্ছে তখন কি একই রকম প্রচার হচ্ছে? বিহারের জামুই তে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে হঠাৎ গোদি মিডিয়ায় খবর হলো, আক্রমণকারী গেরুয়া উত্তরীয় পরা নন্দন যাদবকে নাকি পুলিশ পায়ে গুলি করেছে। সেই খবর প্রচারিত হয়ে গেল তার ঠিক একদিন পরে দেখা গেল সেই নন্দন যাদব আপন মনে হেঁটে আসছেন পায়ে আঘাতের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। যন্ত্রের মন্তর আন্দোলনে স্বতন্ত্র ভরদ্বাজ বলে এক স্বঘোষিত গুন্ডা সরাসরি মিডিয়ায় বসে স্বীকার করল যে সে তার হাতের লোহার চুড়ি দিয়ে একজন আন্দোলনকারীর বাবার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। গোদি মিডিয়া তাকে ‘গুন্ডা আন্দোলনকারী’ শিরোপা দিল। আসলে দীর্ঘদিন ধরে সংবাদমাধ্যমের এই আচরণ দেখতে দেখতে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, ঋতিকা চোপড়া যে খবরটি করেছেন সেটা হজম করতে পারছি না। ভাবতেই পারছি না, আজকের সময় এই ধরনের খবর হতে পারে। আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি রোহিঙ্গা খুঁজতে গোদি মিডিয়ার ভাষায়, বাংলাদেশী অবৈধ অনুপ্রবেশকারী খুঁজতে কিন্তু একবারও প্রশ্ন করিনি কিংবা কোন প্রশ্ন কোনো সংবাদমাধ্যম থেকে পাইনি যে যারা বাদ যাচ্ছে তারা সবাই কি অনুপ্রবেশকারী? সবাই কি রোহিঙ্গা? নাকি যাদের কাছে নির্দিষ্ট কাগজ নেই তাদেরকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে এই এসআইআর এর মধ্যে দিয়ে। প্রাস্তিক গরিব দলিত মানুষদের এবং বিশেষ করে মহিলাদের বাদ দেওয়ার চক্রান্ত নয়ত এই এসআইআর, এই প্রশ্ন কোন মূলধারার সংবাদমাধ্যম সেদিন করেনি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ওই খবরের পরে বিভিন্ন জাতীয় স্তরের সংবাদ পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। বাংলাতেও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। কিন্তু সম্পাদকীয় কিংবা উত্তর

সম্পাদকীয় কতজন মানুষ পড়েন? যে কাজটা আজকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম করছে সেটিই তো কাজ হওয়ার কথা ছিল। একটি সংবাদ প্রকাশিত হবে সেখান থেকে রাজনৈতিক দলগুলি আন্দোলন গড়ে তুলবে। রাজনৈতিক দল তো আর খুঁজে বার করতে পারে না, খবর। তাদের কাজ মানুষের আন্দোলন গড়ে তোলা। সংবাদমাধ্যমের কাজ সঠিক খবর পরিবেশন করা। যার যা কাজ সেটুকু করলেই গণতন্ত্র সুরক্ষিত হয়। সংবাদ মাধ্যমের কাজ সরকারের কাজের প্রশংসা করা নয়। চতুর্থ স্তরের কাজ তো প্রশ্ন করা। তাদের কাজ তো সঠিক তথ্য মানুষের সামনে নিয়ে আসা, সেই কাজটা কি তারা এতদিন করেছে? এই প্রশ্ন করার সময় কি এখন আসেনি? আজ গণতন্ত্রের অন্তর্জালি যাত্রার সময় হয়ে গিয়েছে আর সেই অন্তর্জালি যাত্রা মূল কারিগর নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু সেই প্রশ্ন তো অনেক আগে ওঠা উচিত ছিল। প্রশ্ন তো ওঠা উচিত ছিল, কীভাবে জ্ঞানেশ কুমারকে নির্বাচন করা হলো? কেন ২০২৩ সালে আইন বদলানো হলো? কেন নির্বাচন কমিশনার বাছাইয়ের কমিটি থেকে প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের মন্ত্রীকে রাখা হলো? কেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ করা যাবে না এই আইন আনা হলো? এই কাজগুলি কি গণমাধ্যমের কাজ নয়? এই প্রশ্নগুলি তোলাই তো গণমাধ্যমের কাজ। আজ ঋতিকা চোপড়া বাংলার মেয়ে বাংলার কলেজ থেকে স্কুল থেকে পাশ করেছেন, এই কথাগুলি বলার থেকেও বেশি জরুরি এই কথাটি বলা, গণমাধ্যম তো এরকমই হওয়ার কথা ছিল। কেন সেটা বলা হয়নি? এই ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস নিয়ে আজকে এত হইচই হচ্ছে, গত দু’বছর আগে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল তার সম্পাদকীয় পাতায় পুরোটাই ছিল প্রধানমন্ত্রীর স্তুতি। সেই কাজটা যারা করেছিল তারাই আজকে এই খবর প্রকাশ করেছে। তাহলে কি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে ভারত একথাপ এগোনোর দিকে পা দিয়েছে? এখনই বলে দেওয়ার যদি ও সময় আসেনি আরও অনেক দিন দেখতে হবে তবুও ভালো পদক্ষেপকে ভালো কথাই বলতে হয়। এটুকুই যা আশার কথা। সৌঃ দৈনিক আজাদি।





১৩ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

এক দশক পর সুটঙ্গায় নৌকায় প্রতিমা নিরঞ্জন

ফিরছে মাথাভাঙ্গার ঐতিহ্য



মাথাভাঙ্গা : দীর্ঘ এক দশকের অপেক্ষার অবসান। বিজয়া দশমীতে ফের সুটঙ্গা নদীতে নৌকায় চড়িয়ে দেবী দুর্গার প্রতিমা নিরঞ্জনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে মাথাভাঙ্গায়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা এই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ ঘিরে খুশি এলাকার বাসিন্দারা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক নিশীথ প্রামাণিকের উদ্যোগেই এই ব্যবস্থা হচ্ছে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। মাথাভাঙ্গার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সুটঙ্গা নদী। এক সময় দশমীতে নৌকায় প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে নদীর দুই পাড়ে ভিড় জমাতেন বহু মানুষ। কিন্তু প্রায় দশ বছর আগে অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে যায় সেই প্রথা। ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিভিন্ন মহল থেকে উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েও লাভ হয়নি বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। বিধানসভা নির্বাচনের পরে নিশীথ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সুটঙ্গা নদীতেই ফিরবে নৌকায় প্রতিমা নিরঞ্জনের পুরনো রীতি। সেই মতো এখন জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। নদীর দুই পাড়ের আগাছা ও বোপঝাড় পরিষ্কার করা হয়েছে। বাইরে থেকে নৌকা আনার কাজও শুরু হয়েছে। পাশাপাশি মঞ্চ, প্যান্ডেল, প্রদর্শনী ও আলোকসজ্জার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। কর্মসূচির প্রস্তুতির দায়িত্বে থাকা নন্দলাল সরকার জানান, পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। নিরঞ্জনের জন্য কতগুলি বড় নৌকার প্রয়োজন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঐতিহ্য ফিরিয়ে দাও কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কাজল রায়ও এই উদ্যোগে খুশি। তাঁর কথায়, দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পরে ঐতিহ্য ফিরছে, এটাই আনন্দের দশমীর আবেগঘন মুহূর্তে সুটঙ্গার বুকে ফের নৌকায় প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে এখন থেকেই অপেক্ষায় মাথাভাঙ্গার মানুষ।

বিদ্যুতের খুঁটিতে আগুন, আতঙ্ক

নয়া জামানা : দুর্গাপূজার প্রাক্কালে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা ও শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে যখন জমজমাট শহর, ঠিক তখনই এক বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল বীরভূমের রামপুরহাট। মঙ্গলবার সাতসকালে শহরের অত্যন্ত ব্যস্ততম এলাকা হিসেবে পরিচিত পাঁচমাথা মোড়ে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে হঠাৎই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। পূজোর মুখে জনবহুল এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে চরম আতঙ্ক ছড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে আচমকাই পাঁচমাথা মোড়ের একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে শর্ট সার্কিট থেকে স্ফুলিং দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন বিধ্বংসী রূপ ধারণ করে এবং খুঁটির চারপাশে শিখা ছড়িয়ে পড়ে। পূজোর ঠিক আগে শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম মোড়ে এই অগ্নিকাণ্ডের খবর চাউর হতেই চারদিকে ছলছল পড়ে যায়। আশপাশের মানুষজন ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তৎপরতার সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের দ্রুত ও সমন্বয়িত পদক্ষেপে কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। স্থানীয়দের মতে, দমকলের সময়মতো হস্তক্ষেপে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা এড়ানো গিয়েছে।

রেজিনগর জয়ের পর মুর্শিদাবাদে শুভেন্দু, তিন পূজোর উদ্বোধনের প্রস্তুতি

নয়া জামানা : রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর মুর্শিদাবাদে ফের যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ১৫ অক্টোবর তাঁর জেলা সফরের সন্ধান। দুর্গাপূজোর উদ্বোধনকে সামনে রেখে এই সফরে এক দিকে জেলাবাসীকে উৎসবের শুভেচ্ছা জানাবেন তিনি, অন্য দিকে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন। উপনির্বাচনের ফলের পর মুর্শিদাবাদে মুখ্যমন্ত্রীর এই উপস্থিতিতে রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিজেপি। দলীয় সূত্রে খবর, লালবাগের বুধাসপাড়া ফ্রেন্ড একাদশ ক্লাব এবং বহরমপুরের পূর্ণাঙ্গা প্রগতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পূজো উদ্বোধন করবেন শুভেন্দু। বেলডাঙাতেও একটি পূজোর উদ্বোধনের কথা রয়েছে। তবে সফরের চূড়ান্ত সূচি এখনও স্থির হয়নি। প্রশাসনিক বৈঠকের সন্ধান থাকায় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বুধাসপাড়া ফ্রেন্ড একাদশ ক্লাবের পূজোর সঙ্গে শুভেন্দুর পুরনো সম্পর্ক রয়েছে। বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন তিনি তিন বার এই পূজোর উদ্বোধন করেছিলেন। এ বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সেখানে তাঁর প্রথম উপস্থিতি। রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ এবং জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী, মুর্শিদাবাদের বিজেপি বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ এই



পূজোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি বলেন, ক্ষমতাবহুর প্রথমবার তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমাদের পূজোর উদ্বোধন করবেন। পূজোর উদ্যোক্তা হিসেবে আমি খুশি, সঙ্গে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলাবাসী খুশি। তাঁর কথায়, ক্ষমতামন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গোটা রাজ্যে উন্নয়ন পৌঁছে দিচ্ছেন এবং উন্নয়নের বার্তা দিচ্ছেন। পূজোর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে উন্নয়নের কথা শোনার অপেক্ষায় রয়েছেন বলেও জানান তিনি। বুধাসপাড়ার পূজোর এ বছরের ভাবনা উত্তরপ্রদেশের বারসানার

কীর্তি মন্দির। বহরমপুরের পূর্ণাঙ্গা প্রগতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের আদলে। এই পূজোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক বে জি ন গ ে ব নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক শাঁখারভ সরকার। বেলডাঙার পূজোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক ভরত ঝাওয়ার। বহরমপুরের বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয়

মহাজনের বক্তব্য, “মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি এই জেলাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন।” তাঁর দাবি, গত দেড়-দু’মাসে শুভেন্দু একাধিক বার জেলায় এসেছেন। রেজিনগরে প্রচারে গিয়ে জয়ের শংসাপত্র নিতে শাঁখারভ সরকারের পাশে থাকার কথা দিয়েছিলেন শুভেন্দু। ফল ঘোষণার দিন দূরত্ব এবং আদর্শ আচরণবিধির কারণে সরকারি হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে না পারার কথা জানিয়ে তিনি বহরমপুরে যাননি। সে দিনই পূজোর উদ্বোধনে মুর্শিদাবাদে ফেরার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

বাঙালির সংস্কৃতিতে বাধা দিলে শান্তিতে থাকতে পারবে না - দিলীপ ঘোষ

নয়া জামানা : বাঙালির সংস্কৃতি ও দুর্গাপূজায় কেউ বাধা দিলে তাকে রেয়াত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সোমবার শহর বসিরহাটে ১১ পল্লির দুর্গাপূজার উদ্বোধনে এসে পূজোয় বাধা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে সরব হন তিনি। কেরাননাথ মন্দিরের আদলে তৈরি পূজোমণ্ডপের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের পাশাপাশি প্রশাসনিক আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

বসিরহাট ১১ পল্লির এই দুর্গাপূজো এ বছর ৮৪ বছরে পদার্পণ করেছে। মন্ত্রী জানান, তিনি শুনেছেন, বেশ কয়েক বছর এই পূজো বন্ধ ছিল। পরে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে পূজো পুনরায় শুরু করতে হয়। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, আগামী বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপূজো করতে গিয়ে যাতে কাউকে আদালতের দ্বারস্থ হতে না হয়, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে। দিলীপ ঘোষ বলেন, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব

দুর্গাপূজো করতে গিয়ে আদালতে যেতে হবে, এমন পরিস্থিতি আর তৈরি হওয়া উচিত নয়। বাঙালির সংস্কৃতিতে কেউ বাধা দিতে এলে সে শান্তিতে থাকতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ভবিষ্যতে যাতে কেউ এ ধরনের সাহস না দেখায়, সেই বার্তা দিতেই তিনি বসিরহাটে এসেছেন বলে জানান। তবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেও কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হননি পঞ্চায়েত মন্ত্রী। তার এই মন্তব্যকে ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে।

রাতের অন্ধকারে বালি পাচারের দাবি

পশ্চিম বর্ধমান জেলার সালানপুর ব্লকে কথিত অবৈধ বালির কারবারকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। অভিযোগ, নামোকেশিয়া, অপর কেশিয়া ও জিতপুর এলাকা থেকে রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে বালি তুলে ভুয়ো চালানোর সাহায্যে জেলার বিভিন্ন কারখানায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এই কাজে বিহার ও পুরুলিয়ার চালান ব্যবহার করে কারবার চালানোর অভিযোগও উঠেছে। তবে এই অভিযোগগুলির স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইন্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম)-এর পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি দানিশ আজিজ গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, দীপ নামে এক যুবক কথিতভাবে এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত এবং কয়েকজন বিজেপি নেতার মদতে এই ব্যবসা চলেছে। অন্যদিকে, বিজেপি বিধায়ক তথা দলের রাজ্যস্তরের নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে একে বিজেপিকে বদনাম করার চেষ্টা বলে দাবি করেছেন। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে সালানপুর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় জেলা প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকে বালির মজুত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। জেলা স্তরের বালি কমিটির ৭ জুলাই ২০২৬-এর বৈঠকের কার্যবিবরণীতে বাজেয়াপ্ত ও দাবিহীন বালির মজুত ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রির সিদ্ধান্তের উল্লেখ রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় একাধিক সংস্থা অংশগ্রহণ করে এবং কয়েকটি সংস্থাকে বাজেয়াপ্ত বালি তোলায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে অভিযোগ উঠছে, নিলামে বরাদ্দ করা বালি তোলার পাশাপাশি কিছু এলাকা থেকে বেআইনিভাবে বালি উত্তোলন ও পরিবহণ করা হচ্ছে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে বালি পরিবহণের চালান, উত্তোলনের অনুমতি এবং নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে পারে। এআইএমআইএম জেলা সভাপতি দানিশ আজিজের দাবি, দীপ নামে ওই যুবক পূর্ববর্তী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলেও সালানপুর ব্লকের নদীঘাট থেকে কথিত অবৈধ বালি উত্তোলন ও পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, ২০২৬ সালে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পরেও এই কার্যকলাপ বন্ধ হয়নি। বরং কয়েকজন বিজেপি নেতার সমর্থনে কথিতভাবে এই কারবার চালানো হচ্ছে। তবে এই অভিযোগের সমর্থনে এখনও এমন কোনও প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি, যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট যুবক বা কোনও রাজনৈতিক নেতার জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়।

নয়ন এন্টারপ্রাইজ

দুর্গাপূজার
খুশিতে দ্বিগুণ আনন্দ,
ই-রিমায়
৫০০০
টাকা ছাড়
অবিরত!

মাসিক
কিস্তিতে ব্যাটারি
পাওয়া যায়

Nishal EV
by
Nayan Enterprise
ELECTRIC SCOOTER MANUFACTURER

Official Number
8927549704

Mr. Gupta
8016844492

এম. কে.রোড (শান্তি ভারতী পরিষদের বিপরীতে) মালদা



১৩ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

পুজোর আগে অনপূর্ণার ৩ হাজার, কবে মিলবে আর্থিক সহায়তা?

নয়া জামানা : দুর্গাপুজোর কেনাকাটার আগে অনপূর্ণা যোজনার টাকা হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় রাজ্যের উপভোক্তারা অক্টোবরের ১২ তারিখ পেরিয়ে গেলেও কবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা জমা পড়বে, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট ঘোষণা করেনি প্রশাসন। আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে দীর্ঘ সরকারি ছুটি শুরু হওয়ায় তার আগেই টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শেষ করার চেষ্টা চলছে বলে বিভিন্ন প্রশাসনিক সূত্রের খবর। তবে নবাবের চূড়ান্ত নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নির্দিষ্ট দিন বলা যাচ্ছে না। আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে মাসের ১৭ তারিখ থেকে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছিল। প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে টাকা পৌঁছে দেওয়ার কথা থাকলেও অক্টোবরে সেই সময়সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। ফলে উৎসবের মরসুমে সংসারের খরচ সামালানোর পরিকল্পনায় এই অর্থের দিকে তাকিয়ে থাকা মহিলাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর অনুযায়ী, ১২ থেকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার চেষ্টা চলছে।



নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হলে পুজোর ছুটি কাটার পর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে উপভোক্তাদের। অর্থাৎ, পুজোর আগেই টাকা মিলবে কি না, তা নির্ভর করছে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া কত দ্রুত শেষ হয় তার উপর। নতুন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রেও যাচাইয়ের অগ্রগতির উপর টাকা পাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে। যাঁদের আবেদনের অবস্থায় 'আন্ডার প্রেসেস' দেখাচ্ছে, তাঁদের নথি পরীক্ষার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে বলে জানা গিয়েছে। চলতি মাসে ধাপে ধাপে আবেদন মঞ্জুর হলে তাঁদের অ্যাকাউন্টেও অর্থ পাঠানো শুরু হতে পারে। অন্যদিকে, আবেদনে 'ফার্দার ভেরিফিকেশন'

লেখা থাকলে নথি আরও একবার পরীক্ষা করা হবে। তথ্য বা কাগজপত্রে অসঙ্গতি থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসের বিডিও অথবা পুরসভায় যোগাযোগ করে তা ঠিক করতে হতে পারে।

১০ জুলাইয়ের আগে আবেদনকারীদের পাশাপাশি সম্প্রতি 'সেবা সেতু' শিবিরে যাঁরা নতুন করে আবেদন করেছেন, তাঁদেরও যাচাই শেষ হওয়ার পরে প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। এখন উপভোক্তাদের নজর প্রশাসনের ঘোষণার দিকে। পুজোর আগে টাকা পৌঁছানো উৎসবের খরচে কিছুটা স্বস্তি মিলবে, আর দেরি হলে সেই আর্থিক পরিকল্পনাও পিছিয়ে যেতে পারে।

পুজোর থিম 'পুতলি গাঁথা'

নয়া জামানা : পুতুল মানেই কি শুধুই খেলনা? নাকি তার নিঃশব্দ অবয়বের আড়ালে লুকিয়ে থাকে মানুষের জীবন, হাসি-কান্না, স্বপ্ন, ইতিহাস আর লোকসংস্কৃতির অজস্র উপাখ্যান? পুতুলের সেই অদৃশ্য ভাষাকেই এবার দুর্গাপুজোর মণ্ডপে তুলে ধরতে চলেছে হাওড়ার হালদারপাড়া ফ্রেডস অ্যাসোসিয়েশন। পুজোর ৬২তম বর্ষে তাদের ভাবনা 'পুতলি গাঁথা'। বাংলার লোকশিল্পের শিকড়, গ্রামবাংলার সহজ-সরল জীবনযাত্রা এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে একসূত্রে গেঁথে দর্শকদের সামনে তুলে ধরাই এই থিমের মূল আকর্ষণ। পুতুলের চোখে দেখা মানুষের জীবন, তার গড়নে ধরা পড়া সময়ের ছাপ আর সূতোর টানে জীবন্ত হয়ে ওঠা চরিত্রের মধ্য দিয়ে শিল্পীরা বলতে চাইছেন বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির কথা। শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, পুতুলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ইতিহাস ও জীবনদর্শনই এ বারের ভাবনাকে দিয়েছে আলাদা মাত্রা। হালদারপাড়া ফ্রেডস অ্যাসোসিয়েশনের পুজোর উদ্বোধন হবে আগামী ১৩ অক্টোবর, তৃতীয়ার সন্ধ্যায়। উদ্বোধন করবেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজ। হাওড়া স্টেশন থেকে রামরাজাতলাগামী বাসে নেতাজি



সুভাষ রোড ধরে হালদারপাড়া বাসস্ট্যাণ্ডে নামলেই চোখে পড়বে পুজোর আলোর গেট। উৎসবের আবহ তৈরি করতে আলোকসজ্জার পাশাপাশি মণ্ডপসজ্জাতেও থিমের ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পুতুলের নানা রূপ, তার লোকশিল্পের বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে দর্শকদের সামনে এক সাংস্কৃতিক যাত্রাপথ তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে উদ্যোক্তাদের। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে পুতুলের ব্যবহার শুধুমাত্র বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ধর্মীয় আচার, সামাজিক বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক পরম্পরার সঙ্গেও তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুতুল হয়ে উঠেছে লোকশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বাংলার গ্রামাঞ্চলে মেলা, উৎসব, পারিবারিক অনুষ্ঠান কিংবা

শিশুদের খেলায় পুতুলের উপস্থিতি আজও পরিচিত ছবি। মাটির পুতুল, কাপড়ের পুতুল, কাঠের পুতুল কিংবা কাঁথার পুতুল; উপাদান ও নির্মাণশৈলীতে পার্থক্য থাকলেও প্রতিটি শিল্পকর্মের মধ্যে ফুটে ওঠে শিল্পীর কল্পনা, স্থানীয় জীবনযাত্রা এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়। মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর থেকে কৃষ্ণনগর; বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে পুতুলশিল্পের নানা ধারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। কোথাও মাটির গড়নে ফুটে ওঠে গ্রামীণ জীবনের ছবি, কোথাও রঙের ব্যবহারে প্রকাশ পায় লোকবিশ্বাস, আবার কোথাও সুস্বাদু কারুকাজে ধরা পড়ে শিল্পীর অসামান্য দক্ষতা। এই বিচিত্র ধারাকে এক জায়গায় এনে পুতুলের মাধ্যমে বাংলার সাংস্কৃতিক মানচিত্র তুলে ধরার প্রয়াসই 'পুতলি গাঁথা' ভাবনার অন্যতম দিক।

দুর্গাপুজোয় বামেদের বুকস্টল জরুরি শুনানিতে সায় দিল না হাই কোর্ট

নয়া জামানা : দুর্গাপুজোয় বইয়ের স্টল বসানোর অনুমতি ঘিরে আইনি জট কাটল না বামেদের। নৈহাটি ও বনগাঁয় বুকস্টল তৈরির জন্য পুলিশের অনুমতি না পাওয়ায় কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় বামপন্থী শিবির। তবে বিষয়টির দ্রুত শুনানির আর্জি মঞ্জুর করেননি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তাঁর পরামর্শ, দুর্গাপুজোর বদলে কালীপুজোর আগে স্টল বসানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। ফলে উৎসবের মরসুমে বইয়ের স্টল ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের সঙ্গে জড়ুল আদালতের আইনি প্রশ্নও। মামলাকারীদের আইনজীবী শামিম আহমেদ আদালতে জানান, প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আগে উদ্যোক্তারা এই ধরনের বুকস্টল বসিয়ে থাকেন। কিন্তু বিচারপতি জানতে চান, অতীতে একই সময়ে স্টল বসানোর পক্ষে কোনও নথি রয়েছে কি না। সেই প্রমাণ ছাড়া মামলাটি কেন জরুরি ভিত্তিতে শুনতে হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিচারপতির বক্তব্য, দুর্গাপুজোর আগেই এই মামলার



শুনানি করা সম্ভব নয়। আদালতের পর্যবেক্ষণের পর মামলাকারীদের তরফে বিচারপতি ভট্টাচার্যের বেঞ্চ থেকে আবেদন সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়। অন্য কোনও বেঞ্চে মামলাটি করার সম্ভাবনাও উঠে আসে। আগামী ১৩ অক্টোবর আবেদনটি বিবেচনার সময় মামলাটি অন্য বেঞ্চে পাঠানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আদালত জানিয়েছে। এই আইনি টানাপড়েনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে। কয়েক দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বামেদের বুকস্টল নিয়ে মন্তব্য

করেছিলেন, দুর্গাপুজোর উল্লেখ না থাকলে বইয়ের স্টলের অনুমতি দেওয়া হবে না। তার পরেই নৈহাটি ও বনগাঁয় ঘটনা সামনে আসায় পুজোর মণ্ডপের বাইরে রাজনৈতিক বই ও মতাদর্শের প্রচারের সুযোগ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তবে আদালতের এ দিনের সিদ্ধান্তকে বুকস্টল বসানোর অনুমতি চিরতরে খারিজ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। জরুরি শুনানির আবেদন মঞ্জুর হয়নি; পরবর্তী শুনানি ও বেঞ্চ পরিবর্তনের প্রশ্নে ১৩ অক্টোবরের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে মামলাকারীদের।

সারথি প্রকল্পে সাইকেল বিতরণ

নয়া জামানা : স্কুলে পৌঁছাতে দীর্ঘ পথ পেরোতে হয় অনেক ছাত্রীকে। কারও বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব বেশি, কারও আবার যাতায়াতের সমস্যা নিয়মিত ক্লাসে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। সেই সমস্যা

মোটাতে সারথি প্রকল্পের আওতায় সোমবার সামশেরগঞ্জ ব্লকের কৃষক বাজারে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এলাকার কয়েকশো ছাত্রীর হাতে বিনামূল্যে সাইকেল তুলে দেওয়া হয় নতুন সরকারের পক্ষ থেকে।

সামশেরগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ধুলিয়ান হাউসনগর হাইমাদ্রাসা এবং কাঞ্চনতলা জেডিজি ইনস্টিটিউশনের ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া হয়েছে। সাইকেল পেয়ে খুশি ছাত্রীরা।

Only one Water Park in Malda Town, West Bengal

আগামী 15.10.2026 হইতে 15.11.2026 পর্যন্ত
দুর্গাপুজো, কালীপুজো এবং ছঠ পুজো উপলক্ষে

মালদা ওয়াটার পার্কে
ধামাকা অফার

প্রবেশ মূল্য

3-5 বছর 100/- টাকা	5 বছরের উপর 200/- টাকা
---------------------------------	-------------------------------------

Follow Us:
www.facebook.com/aquaticbengalmalda

Shimuldhhab, Po- Dhumadighi, Malda-732128

Mobile: 9476288322, 9233178895, 9233139280, 9800048322



১৩ অক্টোবর ১১ ২০২৬

ভুবনজেডা

নয়া জামানা

কেন্দ্রের খসড়া নীতিতে

২০৪৭ সালের মধ্যে দেশের ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা তিনগুণ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা

২০৪৭ সালের মধ্যে অপরিশোধিত ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে ৬০৪ মিলিয়ন টনে উন্নীত করার এবং ব্যবহার্য ইস্পাতের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ৫০৫ মিলিয়ন টনে নিয়ে যাওয়ার দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা তৈরি করল কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি প্রকাশিত 'জাতীয় ইস্পাত নীতি', ভিশন ২০৪৭'-এর খসড়ায় এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে দেশে মাথাপিছু ইস্পাত ব্যবহারের পরিমাণ বর্তমান ১১৬ কেজি থেকে বেড়ে ৩০২

কেজিতে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে অপরিশোধিত ইস্পাত উৎপাদন ৮৯ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১৭০ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা পৌঁছেছে প্রায় ২২০ মিলিয়ন টনে। বর্তমানে দেশের পরিকাঠামো ও নির্মাণ খাতেই ইস্পাত ব্যবহারের সিংহভাগ; প্রায় ৬৭ শতাংশ ব্যয় হয়; এছাড়া অটোমোবাইল, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য ও গৃহস্থালির অন্যান্য সামগ্রী তৈরিতে

ব্যবহৃত হয় আরও ২৮ শতাংশ। খসড়া নীতি অনুসারে, ইস্পাত তৈরির মোট খরচের প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশই কাঁচামাল বাবদ ব্যয় হয়, যার মধ্যে কোকিং কোলের প্রায় ৯২ শতাংশই বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এই আমদানি-নির্ভরতা কমাতে অভ্যন্তরীণ কয়লা খনি ও ওয়াশারির সম্প্রসারণ, বিদেশের অন্যান্য উৎস অনুসন্ধান এবং মিশ্রণ পদ্ধতির আধুনিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ভোটচুরির আন্দোলনই সার! আরও এক রাজ্যের পুরভোটে দাপট বিজেপির

ভোটচুরি নিয়ে নিত্যদিন আন্দোলন করে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী। কখনও জেন জি'র মন পেতে 'ছাত্রো কি গুঞ্জ' করছেন। বিরোধী শিবির দাবি করছে, দেশজুড়ে মোদি বিরোধী হাওয়া বইছে। কিন্তু কোথায় কী? ভোটের ফলে অন্তত এসবের কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। অন্তত গুজরাটের পুরভোটের নির্বাচনে মোদি বিরোধী কোনও হাওয়া সেভাবে প্রভাব ফেলল না। একচ্ছত্রভাবে জিতল বিজেপি। কংগ্রেস যৎকিঞ্চিৎ আসন বাড়ালেও জয়ের ব্যবধান বিরাট। দিন দুই আগে গুজরাটের রাজধানী গান্ধীনগর-সহ ৩ পুরসভার নির্বাচন হয়েছে। ৩ পুরসভাই প্রত্যাশিতভাবে বিজেপির দখলে গিয়েছে। গান্ধীনগর পুরসভার ৪৪ আসনের মধ্যে ৩৮ আসনই গিয়েছে গেরুয়া শিবিরের দখলে। কংগ্রেস জিতেছে মাত্র ৫ আসনে। অবশ্য ২০২১ সালের তুলনায় দুটি আসন বেড়েছে হাত শিবিরের। পাঁচ বছর আগে গান্ধীনগরের ৪৪ আসনের মধ্যে ৪১টি জিতেছিল বিজেপি। কংগ্রেস দুটি এবং আপ একটি আসন জিতেছিল। এবার আপ খাতা খুলতে পারেনি। একটি আসনে জিতেছেন নির্দল প্রার্থী। থারা



পুরসভাতেও একই ধরনের দাপট অব্যাহত গেরুয়া শিবিরের। ওই পুরসভার ২৪ আসনের মধ্যে ১৯ আসন গিয়েছে গেরুয়া শিবিরের দখলে। কংগ্রেস জিতেছে বাকি পাঁচটি। ২০২১ সালে এই পুরসভায় বিজেপির দখলে গিয়েছিল ২০ আসন। কংগ্রেস জিতেছিল বাকি চারটি। ওকরা পুরসভায় ৩৬ আসনের মধ্যে ৩৩টি জিতেছে বিজেপি। কংগ্রেসের দখলে গিয়েছে ৩টি। ২০২১ সালে এই পুরসভায় বিজেপি জিতেছিল ৩৪ আসন। কংগ্রেসের দখলে গিয়েছিল ২টি আসন। অর্থাৎ পাঁচ বছরের প্রতিষ্ঠান

বিরোধিতা এত আন্দোলন, প্রতিবাদের পরও নামমাত্র আসন বৃদ্ধি ছাড়া কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি কংগ্রেস। এর আগে হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাবের পুরভোটেও ভরাডুবি হয়েছে কংগ্রেসের। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, রাহুলের এত আন্দোলন, এত বিক্ষোভে আদৌ কংগ্রেসের কোনও লাভ হচ্ছে কী? যদিও হাত শিবির বলছে, পুরসভা নির্বাচনের ফলে এত গুরুত্ব দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না। কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার দরুন উপনির্বাচনে বিজেপি অ্যাডভান্টেজ পাবে সেটাই স্বাভাবিক।

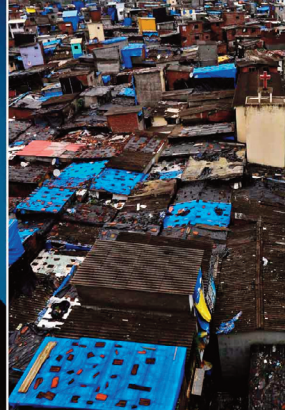
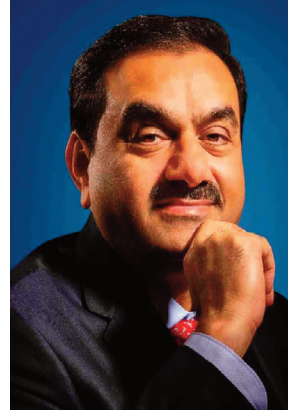
জিনপিংকে 'জুজু' দেখিয়ে লাদাখে বিরাট পদক্ষেপ ভারতের

ব্রিকস থেকে ফিরেই পাকিস্তানের সঙ্গে যৌথ সীমান্ত কমিশন গঠন করেছিলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এর পালটা পদক্ষেপ করেছে ভারত। সম্প্রতি বিতর্কিত লাদাখ ভূখণ্ডের ২৮টি কৌশলগত অঞ্চলের শনাক্তকরণ ও নামকরণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বিষয়টি একেবারেই পছন্দ হয়নি বেজিংয়ের। বিরোধিতায় সরব হয়েছে তারা। ঠিক কী বলেছে চিন? বেজিংয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, ভারত একতরফা ও অবৈধভাবে তথাকথিত 'লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল' তৈরি করেছে। চিন কখনওই এর স্বীকৃতি দেয়নি। দ ভারতের তথাকথিত নামকরণের দৃঢ় বিরোধিতা মাও আরও বলেন, (ভারতের) এই পদক্ষেপ অবৈধ ও

অকার্যকর। এটি এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না যে, চিন-ভারত সীমান্তের পশ্চিমাঞ্চলের সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলো সর্বদা চিনেরই অন্তর্ভুক্ত। ২ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে লাদাখের ২৮টি কৌশলগত স্থান ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য নিজেদের মানচিত্রে চিহ্নিত করেছে ভারত। এর মধ্যে রয়েছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত গোগরা ও হট স্প্রিং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকাও। যে অঞ্চল নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে রয়েছে উত্তেজনা। লাদাখ প্রশাসনের সঙ্গে পরামর্শ করেই সরকার এই পদক্ষেপ করেছে। এর লক্ষ্য হল সরকারি মানচিত্র তৈরির প্রক্রিয়াকে সুবিন্যস্ত করা। সুনির্দিষ্টভাবে স্থানগুলির শনাক্তকরণ সম্ভব করা।

আদানির পরিকল্পনায় ধারাভি হবে হাউজিং কমপ্লেক্স!

এশিয়ার বৃহত্তম বসতি ধারাভি। কিন্তু সেই এলাকায় এবার রূপান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। নেপথ্যে শিল্পপতি গোতম আদানি! তাঁর সংস্থা আদানি এন্টারপ্রাইজের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে মুম্বই ধারাভি প্রকল্প। 'আদানি নবভারত ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড' এই প্রকল্পটির বাস্তবায়ন করবে। আর সেই প্রকল্পে থাকবে ১০টি টাওয়ার। সব মিলিয়ে ১০, ৪৩২টি অ্যাপার্টমেন্টের পাশাপাশি ১, ৩৭৯টি বাণিজ্যিক ও শিল্প ইউনিট থাকবে সেখানে। সোমবার থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে কাজ। আদানি এন্টারপ্রাইজের ডিরেক্টর প্রণব আদানি জানিয়েছেন, দধারাভিতে বসবাসকারী প্রত্যেক পরিবারের এমন বাড়ি প্রাপ্য, যে বাড়িতে তারা সকলে নিরাপদ বোধ করবে। তাঁদের কাছে এই পরিবারগুলির গুরুত্ব আমরা জানি। দ তাঁর আশ্বাস, এই পরিবারগুলি স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করবে এমনই এক এলাকা তৈরি করা হবে। লক্ষ্য, সেখানে ধারাভির বাসিন্দারা তাঁদের সন্তানদের আগামী দিন



সুরক্ষিত রাখতে পারবে। নতুন বাড়িতে প্রায় সাড়ে তিনশো বর্গ ফুট জায়গা পাবে একেকটি পরিবার। প্রতিটি টাওয়ারে থাকবে ৩৭ থেকে ৩৯টি তলা। যেখানে ১০ থেকে ১২টি যাত্রীবাহী লিফট থাকবে। এই মুহূর্তে মুম্বই তো বটেই, মহারাষ্ট্রজুড়েই চর্চা ধারাভির এই পরিস্থিতি নিয়ে। এতকালের পরিচিত ছবি বদলে ধারাভি নিজেকে কতটা বদলে ফেলতে চলেছে চর্চা সেটা

নিয়েই। উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বসতি এলাকা ধারাভি। প্রায় ৬২০ একর জমির উপরে গড়ে ওঠা ওই ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বাস ১০ থেকে ১২ লক্ষ মানুষের। এককথায় মুম্বইয়ের বুকে এক পৃথক ও সমাঙ্গ স্রাল অর্থনৈতিক কেন্দ্র এই ধারাভি। এবার সেখানেই নয়া পরিকল্পনা আদানির।

‘অসাংবিধানিক’, তপসিলি জাতি-উপজাতির সংরক্ষণ বাড়ানোর আইনে নিষেধাজ্ঞা হাই কোর্টের

সংরক্ষণ নিয়ে বড় রায় দিল কর্ণাটক হাই কোর্ট। কর্ণাটক রাজ্যে তপসিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ বাড়ানোর ২০২২ সালের আইন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে। এই আইনে তফসিলি জাতিদের জন্য সংরক্ষণ ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৭ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ ৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আদালতের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সংরক্ষণের সর্বোচ্চ সীমা ৫০ শতাংশ।

এর চেয়ে বেশি হলে তা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। সোমবার কর্ণাটক হাই কোর্টে এই মামলার শুনানি চলছিল বিচারপতি বিভূ বাখর ও বিচারপতি কে এস হেমলেখার বেঞ্চে। আদালতের তরফে বলা হয়েছে, তফসিলি জাতিদের জন্য সংরক্ষণ ১৭ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ বাড়িয়ে ৭ শতাংশ হলে মোট সংরক্ষণ গিয়ে দাঁড়ায় ৫৬ শতাংশে। যা সংবিধানের ১৪, ১৫ ও ১৬ নম্বর ধারা লঙ্ঘন। নয়া আইন যেহেতু ৫০ শতাংশের সীমা অতিক্রম করেছে ফলে এই আইন অসাংবিধানিক। এর জেরে রাজ্য আইনে সরকারি চাকরির সংরক্ষণ বৃদ্ধির ৪ নম্বর ধারা বাতিল করা হল। উল্লেখ্য, কর্ণাটক বিধানসভায় এই আইন পাশ হয়েছিল বিজেপি



সংরক্ষণ নিয়ে বড় রায় দিল কর্ণাটক হাই কোর্ট। কর্ণাটক রাজ্যে তপসিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ বাড়ানোর ২০২২ সালের আইন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে। এই আইনে তফসিলি জাতিদের জন্য সংরক্ষণ ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৭ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ ৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

সরকারের আমলে। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বাসবরাজ বোম্বাই। ২০২৩ সালের ১১ জানুয়ারি এই বিলে সই করেন রাজ্যপাল। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নাগমোহন দাস কমিশন এবং বিচারপতি সুভাষ বি আদি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল আইনটি। অথচ ১৯৯২ সালেই এক মামলায় সংরক্ষণের সীমা বেঁধে দিয়েছিল। সেই আইনের প্রসঙ্গ টেনেই সুপ্রিম কোর্টের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের এই আইন সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। যদিও হাই কোর্টের এই নির্দেশে খুশি হয় কর্ণাটক সরকার। উপ মুখ্যমন্ত্রী জি পরমেশ্বর জানিয়েছেন, হাই কোর্টের এই রায় গুরুতর। রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।



১৩ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

রঞ্জি ট্রফির গুরুত্ব খর্ব নিয়ে বিসিসিআইয়ের সূচিকে কড়া সমালোচনা সুনীল গাভাস্কারের

ঐতিহ্যবাহী রঞ্জি ট্রফির সময়েই ‘ভারত এ’ দলের সিরিজ আয়োজন করায় দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের মান ও গুরুত্ব নষ্ট হচ্ছে বলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সূচি নির্ধারণ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কার। রবিবার থেকে রঞ্জি ট্রফির নতুন মরশুম শুরু হলেও একই দিনে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে শেষ দিনের ম্যাচে ব্যস্ত ছিলেন জাতীয় ‘এ’ দলের সদস্যরা।

এর ফলে রজত পাটীদার, দেবদত্ত পাড়িকাল ও রুতুরাজ গায়কোয়ারের মতো প্রথম সারির তারকারা নিজ নিজ রাজ্য দলের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি।

চলতি মাসের শেষেই আবার তিনটি বেসরকারি টেস্ট খেলতে নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ‘ভারত এ’ দল, যার ফলে ঘরোয়া আসরে শীর্ষ ক্রিকেটারদের অনুপস্থিতি আরও বাড়বে। মিড-ডে-তে প্রকাশিত নিজের কলামে ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী তারকা লিখেছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারারা নিয়মিত ঘরোয়া আসরে না খেলায় উঠতি প্রতিভাদের প্রকৃত মান যাচাই করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এর ফলেই রঞ্জিতে সর্বোচ্চ রান বা উইকেট



শিকারিরা জাতীয় দলে সুযোগ পেলেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে চাপ সামলাতে না পেরে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছেন। জাতীয় ‘এ’ দলের ম্যাচ খেলে যাওয়ায় মান নির্ধারণে অত্যন্ত জরুরি হলেও, তা কোনোভাবেই রঞ্জি ট্রফির সময়ে হওয়া উচিত নয় বলে স্পষ্ট জানান তিনি। দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলে একজন ব্যাটার ২০০০ রান বা বোলার ১০০ উইকেট তুললেও তা ক্রিকেটের মান বৃদ্ধিতে কোনো কাজে আসবে না বলেই তাঁর মত। এর পাশাপাশি লোখা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে রঞ্জির

মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার ফলেও সামগ্রিক প্রতিযোগিতার মান নেমে গেছে বলে দাবি করেন গাভাস্কার। তিনি উল্লেখ করেন, পরিকাঠামোহীন দুর্বল দলগুলি অন্য রাজ্য থেকে বাদ পড়া খেলোয়াড়দের ভাড়া করে এনে দল গড়ায় প্লেট ডিভিশন ও এলিট ডিভিশনের মধ্যে যোগ্যতার আকাশ-পাতাল ফারাক স্পষ্ট হয়ে পড়ছে। রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলা চললেও দুর্বল কাঠামোর কারণে ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নষ্ট হচ্ছে বলে ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থাকে সতর্ক করেছেন এই প্রবাদপ্রতিম ব্যাটার।

প্রত্যাবর্তন চাইছেন অভিষেক বর্মা

এশিয়ান গেমসে দল থেকে বাদ পড়ার হতাশা ভুলে ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক এবং ঘরের মাঠে ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমসে ফিরে আসার লক্ষ্য স্থির করলেন ভারতের সফলতম কমপাউন্ড তিরন্দাজ অভিষেক বর্মা। সম্প্রতি শেষ হওয়া আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে কমপাউন্ড তিরন্দাজির মিস্সড টিম ইভেন্টে সোনা জিতে ভারত প্রথম দেশ হিসেবে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের ঐতিহাসিক কোটা অর্জন করেছে। সাহিল যাদব ও চিকিথা তানিপাথির হাত ধরে আসা এই সাফল্যে নিজের শিষ্য ও অনুজদের পারফরম্যান্সে গর্বিত ৩৭ বছর বয়সী এই প্রবীণ তিরন্দাজ। বর্তমানে হায়দরাবাদে তিরন্দাজি প্রিমিয়ার লিগে (এপিএল) পৃথ্বীরাজ যোধাসের হয়ে অংশ নেওয়া অভিষেক এক সাক্ষাৎকারে জানান, টানা চতুর্থবার এশিয়াতে সুযোগ না পাওয়াটা ব্যক্তিগতভাবে হতাশার হলেও ভারতীয় দল যে বিশ্বমঞ্চে অন্যতম পরাক্রম হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছে, তাতেই তিনি আনন্দিত। যেহেতু অলিম্পিক কোটা দেশের হয় এবং চূড়ান্ত দল নির্ধারণের জন্য ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়, তাই জাতীয় দলে ফেরার আশা মোটেই ছাড়ছেন না তিনি। তিনটি এশিয়ান গেমসে দুটি সোনা-সহ মোট পাঁচটি পদকজয়ী এই অভিজ্ঞ তারকা স্পষ্ট জানান, লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক এবং ভারতে অনুষ্ঠিত ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমসের জন্য তিনি একশো শতাংশ



প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং আসন্ন নির্বাচন ট্রায়ালেই তার প্রমাণ মিলবে। অভিষেক উল্লেখ করেন, ভারতীয় তিরন্দাজির মান বর্তমানে এতটাই উন্নত যে ২০২৮ অলিম্পিকে কমপাউন্ডের পাশাপাশি রিকার্ড বিভাগ থেকেও একাধিক পদক জয়ের জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। জাতীয় দলের বাইরে থাকলেও তিনি চিকিথা-সহ তরুণদের নিয়মিত পরামর্শ ও কৌশলগত পাঠ দিয়ে যাচ্ছেন। আসন্ন অলিম্পিকের কথা মাথায় রেখে তিনি দল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিশেষ পরিবর্তন আনার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর মতে, শুধুমাত্র একক স্কোরের ভিত্তিতে নয়, বরং মিস্সড টিম কন্সলেশন, ম্যাচ খেলার চাপ এবং দুই তিরন্দাজের বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করেই বিশেষ ট্রায়ালের মাধ্যমে অলিম্পিক দল বাছাই করা উচিত।

এশিয়ান গেমসে দল থেকে বাদ পড়ার হতাশা ভুলে ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক এবং ঘরের মাঠে ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমসে ফিরে আসার লক্ষ্য স্থির করলেন ভারতের সফলতম কমপাউন্ড তিরন্দাজ অভিষেক বর্মা। সম্প্রতি শেষ হওয়া আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে কমপাউন্ড তিরন্দাজির মিস্সড টিম ইভেন্টে সোনা জিতে ভারত প্রথম দেশ হিসেবে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের ঐতিহাসিক কোটা অর্জন করেছে।

এশিয়ান গেমসে ব্যর্থতা

ব্যাডমিন্টন-সহ ৯টি ক্রীড়া সংস্থাকে তলব করছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক

জাপানের আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে আশানুরূপ সাফল্য না মেলায় দেশের অন্তত নয়টি জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাকে (এনএসএফ) কড়া জবাবদিহির মুখে দাঁড় করাতে চলেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। আগামী ১৫ অক্টোবর সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বিপুল অর্থ বরাদ্দ এবং সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও ব্যাডমিন্টন, রোয়িং, ফেন্সিং, ক্যানোয়িং, সাইক্লিং, সাঁতার ও টেনিসের মতো শাখাগুলিতে প্রত্যাশিত পদক না আসায় চরম ক্ষুব্ধ মন্ত্রক। ক্রীড়া মন্ত্রকের এক শীর্ষ সূত্র জানিয়েছে, সরকারি খরচে অ্যাথলিটদের বিদেশে ‘পর্যটক’ হিসেবে পাঠানো বরাদ্দ করা হবে না; অলিম্পিক চক্রে যে সমস্ত খেলার পেছনে বিপুল সরকারি অর্থ ব্যয় হচ্ছে, সেখান থেকে সাফল্য না এলে এবার জবাবদিহি দিতেই হবে। সবচেয়ে বেশি আতশকাচের নিচে রয়েছে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দল। নাগোয়ার বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেলের দলের ২০ জন সদস্যের জন্য বিপুল অর্থ খরচ করা হলেও পুরুষদের দলগত বিভাগে মাত্র একটি মেলেনি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খে



তাবজয়ী তারকা থেকে শুরু করে পিভি সিঙ্কুর মতো শীর্ষ অ্যাথলিটরা ব্যক্তিগত ইভেন্টে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যদিকে ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু-সহ একাধিক পদকজয়ী ক্রীড়াবিদ সাধারণ গেমস ভিলেজ ও ক্রম্বে অবস্থান করলেও, ব্যাডমিন্টন দলের জন্য বিশেষ রাজকীয় ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এমন ফল নিয়ে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এশিয়ান গেমসে ৩৬টি ডিসপ্লিনে ভারতের ৫০৩ জন অ্যাথলিট অংশ নিয়ে ২১টি সোনা সহ মোট ৮৫টি পদক এনে দেশকে

পদকতালিকায় চতুর্থ স্থানে রেখে দেন। কিন্তু যে ৯টি ক্রীড়া সংস্থাকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে, তাদের ১৩৯ জন অ্যাথলিট মিলে এসেছে মাত্র ৩টি ব্রোঞ্জ। এর মধ্যে ২০ সদস্যের ফেন্সিং দল সম্পূর্ণ খালি হাতে ফিরেছে এবং রোয়িংয়ের ২২ জনের দল পেয়েছে মাত্র একটি ব্রোঞ্জ। ফলে ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের আগে এই ব্যর্থ ফেডারেশনগুলির ভবিষ্যৎ সরকারি আর্থিক অনুদান কাটছাঁট হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

আইএসএলে জয় দিয়ে অভিযান শুরু কেরালা ব্লাস্টার্সের

পূণের শ্রী শিব ছত্রপতি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ইন্টার কাশীকে ২-০ গোলে হারিয়ে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) ২০২৬-২৭ মরশুমে শুভসূচনা করল কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি। রবিবার আয়োজিত এই ম্যাচে প্রথমার্ধে ভিভিন মোহনানের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর অস্তিম লগ্নে আন্দ্রে গ্রিনের অনবদ্য ফিনিশে পূর্ণ তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়ে দক্ষিণের দলটি। গোলের পাশাপাশি ম্যাচ জুড়ে ক্রিন শিট বজায় রেখে স্বস্তির জয় তুলে নিল ব্লাস্টার্স ব্রিগেড।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলা শুরু করে কেরালা। শুরুর দিকে ইন্টার কাশীর রোজেনবার্গ গ্যারিয়েল ও মনবীর সিং পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করলেও কেরালার গোলরক্ষক আরশ শেখের দক্ষতায় বিপদ ঘটেনি।

ম্যাচের ১৮ মিনিটে কাল্পিত গোল তুলে নেয় ব্লাস্টার্স; কোরৌ সিংয়ের নিখুঁত পাস থেকে বক্সের মাঝখান থেকে ডান পায়ে জোরালো শটে বল জালে জড়ান ভিভিন মোহনান (১-০)। এরপর সমতায় ফিরতে ইন্টার কাশী মরিয়া চেষ্টা চালালেও



প্রথমার্ধের বাকি সময়ে ব্যবধান ধরে রাখা কেরালা। দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরাতে চাপ বাড়ায় নবাগত দল ইন্টার কাশী। মনবীরের হেড দারুণভাবে রক্ষা করেন শেখ, অন্যদিকে আয়ুষ ছিকারা গোলের সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে, ইনজুরি

টাইমের ৯৪ মিনিটে কাশীর কফিনে শেষ পেরেকটি পৌঁতেন আন্দ্রে গ্রিন। মহম্মদ সানানের পাস থেকে বল পেয়ে বাঁ-পায়ের নিখুঁত প্লেসমেন্টে ২-০ করে জয় নিশ্চিত করেন তিনি। এই আত্মবিশ্বাসী জয় টুর্নামেন্টের শুরুতে কেরালা ব্লাস্টার্সকে বড়সড় মানসিক অস্ত্রিভেন জোগাবে।